জাল-বড়শি থেকে

করাত মাছ

সাগরে ছাড়ার আদব-কায়দা

করাতি হাঙ্গর

খটমাছ ছুরি আইস্টা করাত মাছ খটক চিরুনি

নাম	করাতে দাঁতের সংখ্যা	অন্য জাতের সাথে চোখে পড়ার মতো তফাত	বৈজ্ঞানিক নাম
বড়দাঁত করাতি	১৪-২৪	লম্বায় খাটো ও চওড়া-চ্যাপ্টা করাত; দাঁতগুলা সমান দূরত্বে বসানো	*Pristis pristis*
ছুরিদাঁত করাতি	১৬-২৬	করাতের গোড়ার দিকে দাঁত থাকে না	*Anoxypristis cuspidata*
সবুজ করাতি	২৩-৩৭	করাতের গোড়ার দাঁতগুলা আগার দিকের দাঁতগুলার তুলনায় খাটো	*Pristis zijsron*

বঙ্গোপসাগরে তিন জাতের করাতি

দেশের সাগরে এ যাবত দুই জাতের করাতি ধরা পড়তে দেখা গেছে; বড়দাঁত করাতি ও ছুরিদাঁত করাতি। তবে গবেষণায় জানা গেছে, সবুজ করাতিও রয়েছে।

করাতিরা আসলে লম্বা হাউশ বা শাপলা-পাতা মাছ। এদের শরীর চ্যাপ্টা, নাকের ডগা থেকে সামনে আছে লম্বা করাত, করাতের দুপাশে দাঁত। জেলেরা যেসব মাছ পান সাগরে, তার মধ্যে এই করাত-মাছেরা অনেক বড়। সাগরপাড়ে নানা এলাকায় এদের নানা ডাকনাম আছে। পশ্চিমের সাগরপাড়ে, খুলনা-বরিশাল এলাকায় এদের খটক নামে ডাকেন বেশিরভাগ জেলে, অনেকে বলেন করাত মাছ। ভোলা-নোয়াখালী উপকূলে এদের ডাকা হয় প্রধানত পাইস্যা ও করাত মাছ নামে। পুবের সাগরে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকার জেলেরা ডাকেন করাতি, পাইস্যা বা ছুরি আইস্টা ইত্যাদি নামে। নানা জায়গায় অনেকে চিরুনি বা কাঁটা-বোল মাছও বলেন।

সুন্দরবন ও বনের দক্ষিণের সাগরে, মহেশখালী দ্বীপ ও মাতামুহুরী নদী-মোহনার সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমের সাগরে করাত মাছেদের বেশি দেখা যেতো বলে জেলেরা বলেন। জালের সাথে করাত আটকে গিয়ে এরা ধরা পড়ে; ভাসা ফাকাজাল, ডুবাজাল, ট্রল জাল ও বেহুন্দি জালে ধরা পড়ে করাতিরা। বড়শিতে গাঁথার খবরও পাওয়া গেছে। অন্যান্য হাঙ্গরের মত করাত মাছের মাংস শুটকি করা হয়। অনেকে ঘর বা দোকান সাজানোর জন্য এদের করাত ঝুলিয়ে রাখেন।

মনে করা হয় যে, ম্যানগ্রোভ বনের অগভীর পানিতে করাতিরা বাচ্চা দেয়। করাতির ডিম এদের জরায়ুতে ভ্রুণে পরিণত হয়, সেখানেই পুষ্টি নিয়ে বাচ্চা বড় হতে থাকে। উপকূলের কাছাকাছি সাগরেই বেশিরভাগ করাতিদের পাওয়া যায়, তবে প্রাপ্তবয়স্করা তুলনামূলক গভীর সাগরেও যায়। পুরোপুরি নোনা জল, মোহনার নোনামিঠা পানি এবং একদম প্রায় স্বাদুপানিতেও এদের দেখা যায়। সাধারণত এরা জলের একদম তলায়, মাটির কাছে থাকে। তলার কাদা ও বালুর মধ্য থেকে খোলসযুক্ত ছোটো ছোটো প্রাণিদের যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি বের করে খায়। লম্বা করাতের সাহায্যে মাটি খুড়ে খাবার খুঁজে বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছোট মাছের ঝাঁকেও হানা দেয়।

বয়স্ক জেলেরা বলেছেন, দশ-পনের বছর আগে বছরে গড়ে দুই-একটা করাতি উঠতো জালে। এখন এই মাছ ধরা পড়ার ঘটনা খুব বিরল। যদিও মানুষের কোনোই ক্ষতি করে না করাত মাছ, কিন্তু দুনিয়ার সাগরে এখন খুব বিপদে আছে তারা; সংখ্যায় একদম কমে গেছে। অন্যান্য মাছের তুলনায় এদের বাচ্চা হয় খুবই কম, তার ওপর উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ ও সাগরে এদের থাকার জায়গাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে নানা উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, ফলে এরা খুব বিপদেই আছে।

বড়দাঁত করাতি

দেখতে যেমন
বড়দাঁত করাতিদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর থেকে সোনালী আভাযুক্ত বাদামী হয়। ছয় থেকে সাড়ে ছয় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এরা, তবে এত বড় একটা করাতির সাথে সাগরে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা খুব কম। এ যাবত ধরা পড়া অধিকাংশ বড়দাঁতির গড়পরতা দৈর্ঘ্য এরচেয়ে কম। বড়দাঁত করাতির বুকের দ্বিতীয় পাখনাজোড়ার একটু সামনে শুরু হয় পিঠের প্রথম পাখনাটা এবং পিঠের পাখনাটা হালকা হলদেটে রঙের হয়।

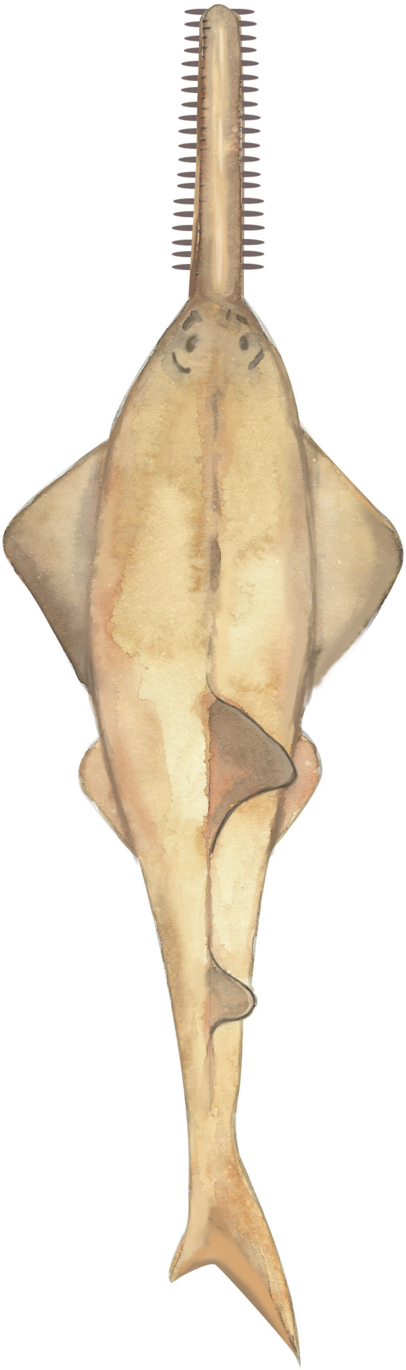

তফাত
সবুজ করাতির তুলনায় এদের করাত লম্বায় খাটো, আকারে একটু চওড়া ও চ্যাপ্টা। আর করাতের দাঁতের সংখ্যাও তুলনামূলক কম; চৌদ্দ থেকে চব্বিশটা। তবে করাতের দাঁতগুলো দেখতে হৃষ্টপুষ্ট। করাতের দাঁতগুলোর মধ্যে ফাঁকা জায়গা মোটামুটি সমান থাকে।

বাঁচা-মরা
জন্মের সময় সাধারণত এরা লম্বায় প্রায় এক মিটার হয়। আট থেকে দশ বছর বয়সে এরা বালেগ হয়। এদের গর্ভধারণের মেয়াদ পাঁচ মাস পর্যন্ত হয় এবং একসাথে এক থেকে তেরোটা পর্যন্ত বাচ্চা হতে দেখা গেছে। জন্মের সময় গেলাফের মত একটা আবরণে ঢাকা থাকে বাচ্চার করাতের দাঁতগুলা। বছর ত্রিশেক বাঁচে বড়দাঁত করাতিরা। বলি হাঙ্গর, বাঘা হাঙ্গর এবং নোনাজলের কুমিরেরা এদের খাওয়ার জন্য আক্রমণ করে।

ছুরিদাঁত করাতি

দেখতে যেমন

ছুরিদাঁত করাতির পিঠের ওপরটা ধূসর রঙের হয়, পিঠের দিকে যেতে যেতে ধূসরভাব আরো হালকা হয়। পাখনাগুলো হয় মলিন ধূসর রঙের, পিঠের রঙের তুলনায় বেশ হালকা। সাড়ে তিন থেকে ছয় মিটার পর্যন্ত লম্বা ছুরিদাঁত করাতি পাওয়া গেছে এ যাবত সাগরে।

তফাত

এদের করাতের গোড়ার দিকে গাঢ় বাদামী হয় এবং সামনের দিকে ক্রমশ ধূসর হতে থাকে; এবং করাতের দাঁত হয় সাদা। করাতের একদম গোড়ার দিতে দাঁত থাকে না এদের। মোট ষোলো থেকে ছাব্বিশটা দাঁত দেখা গেছে বিভিন্ন ছুরিদাঁত করাতির করাতে।

বাঁচা-মরা

দুই থেকে তিন বছর বয়সেই বালেগ হয়ে যায় ছুরিদাঁত করাতিরা; তখন এরা লম্বায় কমবেশি ছয় সাত ফুট হয়। এদের গর্ভধারণের মেয়াদ জানা যায় না, তবে একবারে ছয় থেকে তেইশটা পর্যন্ত বাচ্চা হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জন্মের সময় এরা লম্বায় প্রায় আড়াই ফুট হয়। হাতুড়িমাথা হাঙর, বলি হাঙর ইত্যাদি মাছেরা এবং নোনাজলের কুমিরেরা এই ছুরিদাঁত করাতিদের শিকার করে খায়। যদি জালে আটকে পড়ে একবার, তবে শিকারি মাছ ও কুমিরেরা এদের আচ্ছামতো ধরে।

সবুজ করাতি

দেখতে যেমন

সবুজ করাতির গায়ের রঙ বাদামীর মধ্যে সবুজ আভাযুক্ত হয়, আর এদের পিঠের পাখনাগুলা হয় হলদেটে ধূসর। বয়স পেলে লম্বায় সাত মিটারের চেয়েও বেশি হয়। এনাদের করাতটা শরীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সমান লম্বা হয়।

তফাত

অন্য সব জাতের করাতিদের চেয়ে ইনারা লম্বায় বড়। সবুজ করাতির শরীর বরং একটু হালকা পাতলা- বড়দাঁত করাতির মত নাদুস-নুদুস নয়। সবুজ করাতির করাতটাও বড়দাঁত করাতির চেয়ে সরু আকারের, করাতের দাঁতগুলোও তুলনামূলক সরু হয়। বড়দাঁত করাতি বা ছুরিদাঁত করাতির চেয়ে এদের করাতে দাঁতের সংখ্যা অনেক বেশি হয়।

বাঁচা-মরা

কমবেশি নয় বছর বয়সে বালেগ হয় সবুজ করাতিরা। এদের গর্ভকালের মেয়াদ জানা যায় না। একবারে বারোটা পর্যন্ত বাচ্চা হবার কথা জানা গেছে সবুজ করাতিদের। এদেরকে ধরে খায় এমন শিকারীর কথা তেমন একটা জানা যায় না, তবে বাঘা হাঙ্গরেরা এদের আক্রমণ করেছে এমন ঘটনার কথা জানা গেছে। সুযোগ পেলে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে সবুজ করাতিরা।

জাল-বড়শি থেকে

করাত মাছ সাগরে ছাড়ার আদব-কায়দা

দেশের সাগরে জেলেদের সাথে কথা বলে এবং বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কায়দাটা লিখা হয়েছে।

মাছ ধরার জন্য জাল ফেলা হয়, তাতে কখনো কখনো করাত মাছ আটকায়। এরা খুবই কম ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরে একটা নৌকার জালে যদি করাত মাছ আটকায়, তবে এই সম্ভাবনা খুব বেশি যে, ওই জেলেদের জীবনে করাত মাছ দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা ঐটা। কাজেই অনেকেই বুঝতে পারেন না যে কিভাবে কী করবেন, আটকানো করাত মাছটি ছেড়ে দেয়ার জন্য। কখনো কখনো জেলেরা কষ্ট করে ছেড়ে দিতে পারেন জাল কেটেকুটে, কখনো আবার পারেন না, মারা যায় মাছটি। অন্যান্য মাছ ধরার বড়শিতে আটকেও মারা যেতে পারে করাতি। এরকম জালে-বড়শিতে আটকালে যাতে জেলেরা সহজে করাতিদের ছাড়ায়ে সাগরে ফেরত দিতে পারেন, সেই জন্যই এই কায়দাটা লিখা।

কোনো অবস্থায়ই মাছটির থেকে করাতটি ছুটানোর বা আলাদা করার চেষ্টা করবেন না

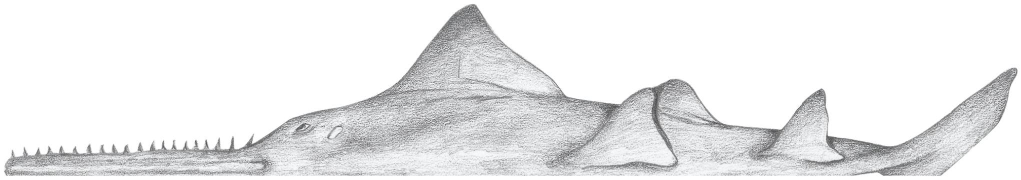

করাত মাছের মুখ। ছবি: ডানা এম. বেথিয়া। © Dana M. Bethea

অ্যাকোয়ারিয়মে করাত মাছ। ছবি: ডেভিড ওয়াশেনফেল্ড। © David Wachenfeld

পানিতে করাত মাছ। ছবি: ডানা এম. বেথিয়া। © Dana M. Bethea

জালে আটকা করাত মাছ। ছবি: জেফ হুইটি। © Jeff Whitty

আদব-কায়দা

করাতিরা খুবই বড়সড় ও শক্তিশালী প্রাণি; কাছাকাছি গেলে খুব সহজে আপনাকে মারাত্মকভাবে আহত করতে পারে। কাজেই ছাড়ানোর সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করুন যাতে আপনার বা করাত মাছ কারোরই কোনো ক্ষতি না হয়। বোটে না উঠায়ে পানিতে রেখেই জাল-বড়শি ছাড়ায়ে করাত মাছটিকে পানিতে ফিরে যেতে সাহায্য করুন।

যদি জালে আটকায়

- টেনে বোটে ওঠানোর চেষ্টা করবেন না, সবসময় করাত মাছকে পানিতে রাখার চেষ্টা করুন
- জাল ছাড়ায়ে বা কেটে করাত মাছটিকে সাগরে ফিরিয়ে দিন, খেয়াল রাখবেন, জাল যত বেশি ছাড়ানো যায় করাতের দাঁত থেকে, ততই ভালো
- জাল ছাড়ানোর বা কাটার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে করাত মাছটির কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়
- যত তাড়াতাড়ি করাত মাছটিকে পানিতে ফিরায়ে দেয়া যায় ততই ভালো

যদি বড়শিতে আটকায়

- করাত মাছকে পানির ওপরে ওঠাবেন না
- যদি করাতের সাথে বড়শির দড়ি পেচায়ে যায়, তবে আপনার এবং করাতির দুইজনের কোনো ক্ষতির আশংকা ছাড়াই যদ্দূর করা যায়- তদ্দূর চেষ্টা করেন বড়শির দড়ি কেটে ছাড়ায়ে দিতে
- বড়শির আংটার যত কাছাকাছি দিয়ে সম্ভব দড়ি কেটে দেয়ার চেষ্টা করেন
- করাত মাছের গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করবেন না কিম্বা বড়শির আংটা ছাড়ানোর চেষ্টা করবেন না; যদি আপনার কাছে লম্বা হাতল-অলা এমন কিছু থাকে যেইটা দিয়া বড়শির আংটা ছুটানো যায়, তবে চেষ্টা করতে পারেন

কী বিপদে আছে করাত মাছ?

সারা দুনিয়ায় করাত মাছ এতো কমে গেছে যে, পরিবেশবাদী ও বিজ্ঞানীদের সমিতি আইইউসিএন রেড-লিস্ট একে বিপদাপন্ন প্রাণির তালিকায় রেখেছে। অন্যান্য অনেক মাছের তুলনায় করাতিদের বাচ্চা হয় কম, তার ওপর সাগরে এদের বসতির জায়গা কমে যাওয়াও এদের সংখ্যা কমার কারণ হতে পারে। উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপগুলোতে ড্রেজিং করা, জলাঞ্চল ভরাট করা, বাধ দেয়া ইত্যাদি কারণে পানিতে এদের বসতি এলাকা কমেছে। এছাড়া এসব কারণে এদের বাচ্চা দেয়া ও বাচ্চারা নিরাপদে বেড়ে ওঠার উপযোগী পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। করাতের সাথে জাল পেচায়ে মারা যাওয়াও একটা বড় কারণ এদের সংখ্যা কমে যাবার।

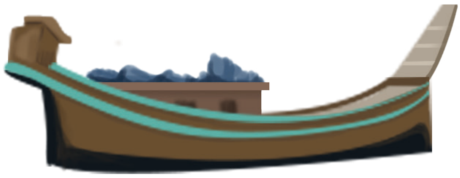

যদি বোটে উঠাতেই হয়, তবে

- মাছটির মাথার দিকে পাইপ বা বালতি দিয়ে খুব আস্তে করে সাগরের-পানি দিতে থাকুন, যতক্ষণ না ওকে আবার পানিতে ছেড়ে দিতে পারছেন
- জাল ছাড়ায়ে বা কেটে মাছটিকে দ্রুত পানিতে ফিরিয়ে দিন

মনে রাখবেন

- কবে কখন সাগরের কোথায় করাত মাছটি ধরা পড়লো সেটা মনে রাখার চেষ্টা করুন, সম্ভব হলে লিখে রাখুন; সাইজে কত লম্বা হতে পারে (ইঞ্চি/ হাত) সেটা অনুমান করে মনে রাখা বা লিখে রাখার চেষ্টা করুন
- ০১৮৩৩৩৪৫৬৫৪ নাম্বারে ফোন বা এসএমএস দিয়ে আমাদের জানান
- যদি সাথে জিপিএস বা গুগোল ম্যাপ থাকে তবে জায়গাটি ম্যাপে সেভ করে রাখুন
- আপনার দেয়া তথ্য করাত মাছের হেফাজতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

জেলেরা যদিও করাতিদের ধরার জন্য জাল ফেলে না, তবে অন্য মাছ ধরার জালে যখন এরা আটকে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মারা পড়ে। জেলেরা বলেন, জাল ফেলে পরে টেনে তোলার আগে যেই কয়েক ঘন্টা পানিতে ডোবা থাকে, ততক্ষণে করাতিরা মারা যায়। যদি কখনো জীবিত ওঠে, ডানেবামে দুইপাশে করাত নাড়ানাড়ি করে দ্রুতই কাহিল হয়ে যায় করাত মাছ। করাতিদের আবার পানিতে ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করেন জেলেরা। কারণ, জেলেরা করাত মাছ খান না এবং এর বাজারদরও কম। অদরকারে সামুদ্রিক প্রাণির ক্ষতি জেলেরা করতে চান না।

করাতির হেফাজত করবো কেনো?

জেলে-মৎস্যজীবীরা নিজেদের দরকারের মাছ ছাড়া সাগরের কোনো প্রাণি ধরতে চান না। করাত মাছ বা করাতি বা খটকও ধরতে চান না জেলেরা। তাছাড়া, দেশে খুব কম লোকই এই করাতিদের মাংস খায়, বাজারে এর দামও নাই বিশেষ। করাতিরা সাগরে অনেক উপকার করে বলে মনে করা হয়। জেলেরা বলেন, করাতিদের মত বড় শিকারি-প্রাণিরা সাগরে আল্লার বিশেষ নেয়ামত হিসাবে কাজ করে। সোজা কথায়, সাদা মাছ আর চিংড়ি জেলেদের দরকার, বিনা দরকারের জিনিস জেলেরা নষ্ট করতে চান না। কাজেই এখন যখন মনে করা হচ্ছে যে, সারা দুনিয়ার সাগরে এবং বঙ্গোপসাগরে করাতিদের সংখ্যা একদম কমে গেছে, তখন তো এদের হেফাজতের জন্য জেলেদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

যদি সম্ভব হয়

- তবে মাছটির কয়েকটি ছবি তুলে রাখুন; যিনি বা যারা মাছটিকে পানিতে ছেড়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তারা ছাড়া অন্যদের ছবি তুলতে দিন
- যদি আপনার মোবাইলে সাগর সেবা অ্যাপটি থাকে তবে মোবাইলে ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করে দিন; আপনার দেয়া তথ্য করাত মাছের হেফাজতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
- কোনো অবস্থাতেই মাছটির থেকে করাতটি ছুটানোর বা আলাদা করার চেষ্টা করবেন না

অ্যাপটি ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

করাত মাছ ধরা কি আইনত অপরাধ?

মাছের জালে করাত মাছ যদি আটকায় কিম্বা মারা পড়ে তবে বাংলাদেশের মৎস্য আইনে সেটা কোনো অপরাধ নয়। তবে বণ্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইন অনুসারে করাত মাছের ক্ষতি করা, মারা, বেচা বা কেনা আইনত অপরাধ। আন্তর্জাতিক আইনের অনুসারেও করাত মাছের বেচাকেনার অনুমতি নাই।

এখন কথা হচ্ছে, সাগরে মাছ ধরার জন্য বৈধ জাল ফেলা তো আইনত বৈধই। করাত মাছ ধরার জন্য তো কেউ জাল ফেলে না। তবে জালে বা বড়শিতে যদি করাত মাছ আটকায় তবে এই আদব-কায়দা অনুসরণ করে ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করুন।

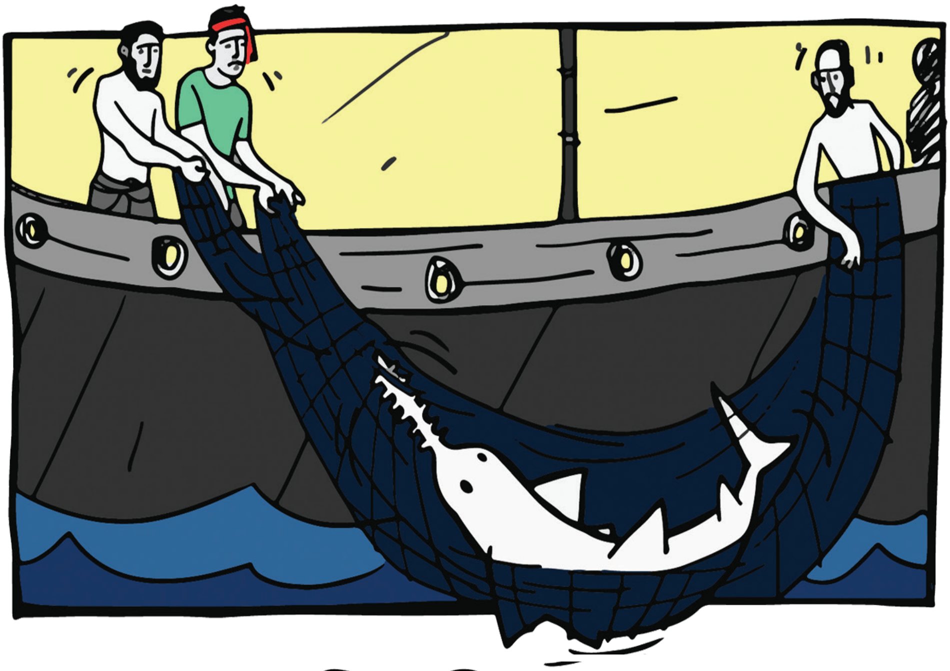

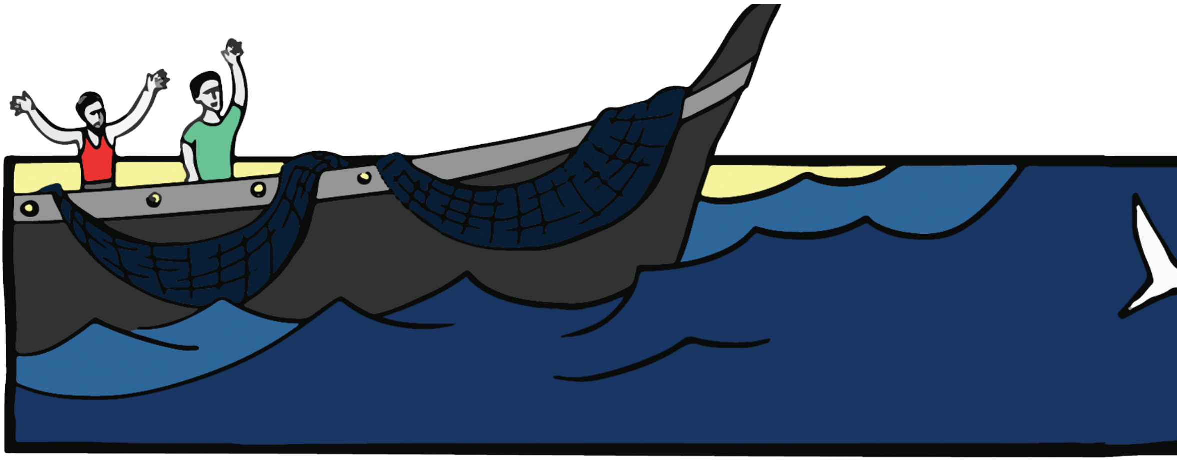

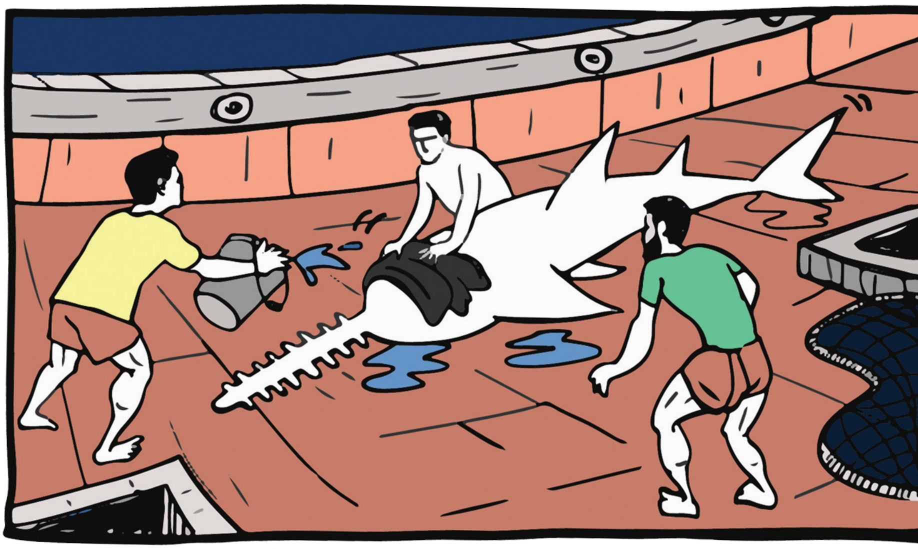
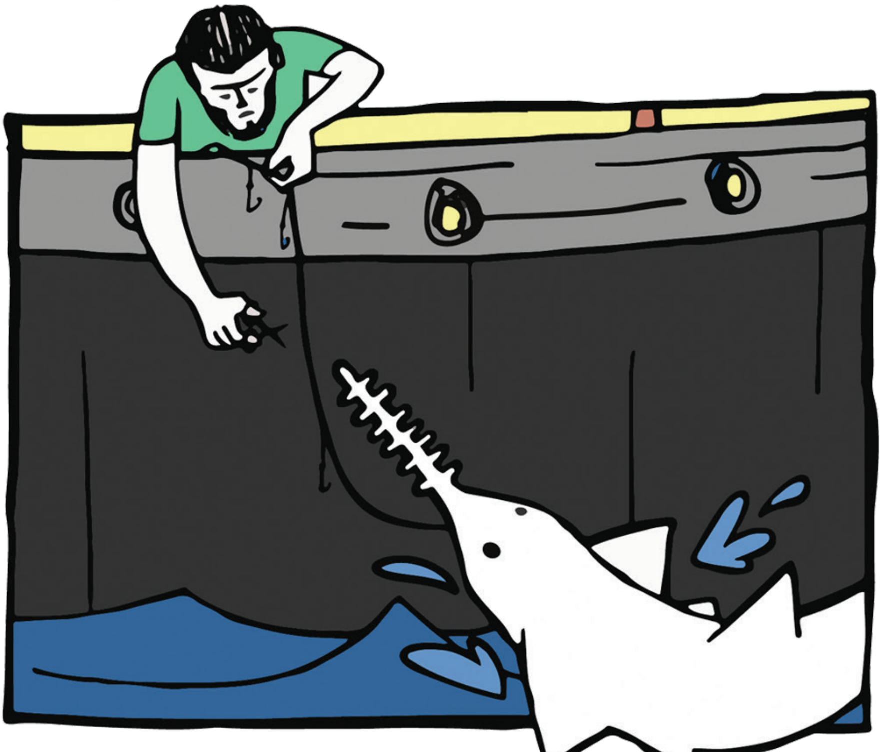
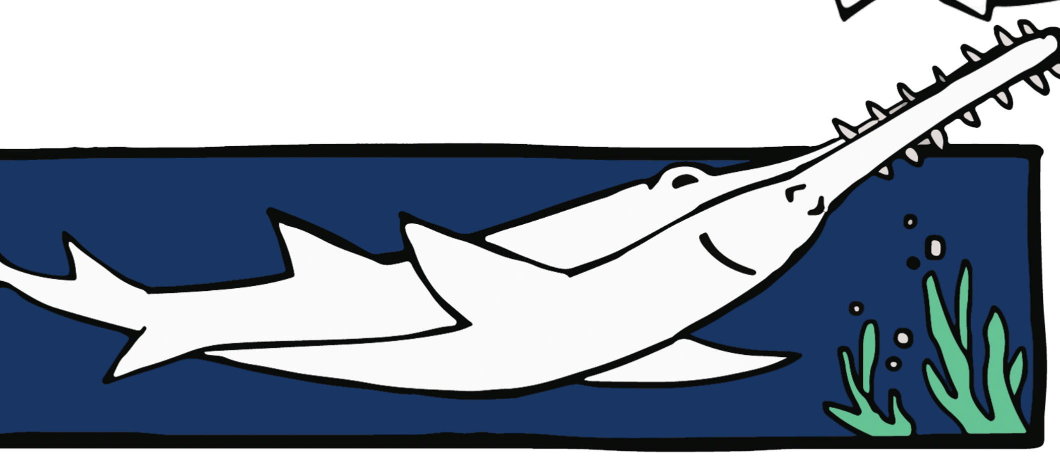

জাল-বড়শি থেকে করাত মাছ সাগরে ছাড়ার আদব-কায়দা

লেখা: মো. কুতুব উদ্দিন, মাহতাব খান বাধন ও সাবরিনা সাব্বির
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: বজলুর রশিদ শাওন
অঙ্কন: ফাহমিদা খালেক নিতু, রিফাত মল্লিক ও অনিকা তাবাসসুম

শার্ক কনজারভেশন ফান্ড এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সহযোগিতায় ‘বাংলাদেশে করাত মাছের অতীত ও বর্তমান অনুসন্ধান’ প্রকল্প থেকে প্রকাশিত।
প্রকল্পের পরিচালকদ্বয় হচ্ছেন যথাক্রমে ড. কাজী আহসান হাবীব (শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মাহতাব খান বাধন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডিসেম্বর ২০১৯
ঢাকা

Best Practices to Release Sawfish from Nets and Hooks into the Sea

Texts: Md Kutub Uddin, Mahatub Khan Badhon and Sabrina Sabbir
Cover and Design: Bazlur Rashid Shawan
Illustrations: Fahmida Khalique Nitu, Hrifat Mollik and Anika Tabassum

Published from 'Investigating the Past and Present of Sawfish in Bangladesh' project with support from Shark Conservation Fund and partially supported by a grant from National Geographic Society. Project Co-PIs are Dr Kazi Ahsan Habib (Sher-e-Bangla Agricultural University) and Mahatub Khan Badhon (University of Dhaka).

December 2019
Dhaka

Shark Conservation Fund

সাগর সেবা
MARINE EXTENSION SERVICE

www.bengalshark.org/sawfish